দৈনিক বাংলা

তারিখ 14 APR 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

এসএসসি-এইচএসসি

কম্পিউটার পদ্ধতিতে পরীক্ষার ফল প্রকাশ দু' মাসেই সম্ভব

জাহেদ চৌধুরী ঃ এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় খাতা মূল্যায়ন ও ফল প্রকাশকে নিখুঁত, দ্রুততর ও নির্ভুল করার লক্ষ্যে কম্পিউটার ব্যবহারের এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। চলতি বছর থেকেই এ ব্যবস্থা কার্যকর হবে।

এর জন্য ইতিমধ্যেই বিশেষ ধরনের 'লিখো কোড' করা ৩ কোটি ২০ লাখ খাতা তৈরি করা হয়ে গেছে। তাছাড়া এবারের এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৬ লাখ ৯৪ হাজার পরীক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী কম্পিউটারে প্রক্রিয়াকরণের কাজও শেষ পরীক্ষায় কম্পিউটার পদ্ধতি প্রচলনের প্রস্তুতি হিসাবে পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রী এবং পরীক্ষকদের গত প্রায় ৫ মাস ধরে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে টেলিভিশনেও নিবিড় অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়েছে। আগামীকাল থেকে পয়লা মে এসএসসি পরীক্ষা শুরুর

(৮-এর পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

কম্পিউটার পদ্ধতিতে পরীক্ষার ফল প্রকাশ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

আগের রাত পর্যন্ত প্রতিদিন টেলিভিশনে পরীক্ষায় কম্পিউটার পদ্ধতি প্রচলন সম্পর্কে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করা হবে।

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় কম্পিউটার পদ্ধতির প্রচলন সম্পর্কে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান, 'অপটিক্যাল মার্ক রীডার পদ্ধতি'তে পরীক্ষার খাতার নৈর্ব্যক্তিক অংশ পরীক্ষা করা হবে। এই পদ্ধতিতে ঘন্টায় ৩ হাজার ছাত্রছাত্রীর খাতা দেখা সম্ভব হবে।

এছাড়া পুরো টেবুলেশনের কাজও কম্পিউটারের সাহায্যে করা হবে।

তারা জানান, কম্পিউটার পদ্ধতি প্রচলন করে উত্তরপত্রে বিশেষ ধরনের লিখো কোড ব্যবহারের ফলে খাতা সম্পর্কে পূর্ণ গোপনীয়তা বজায় থাকবে। উত্তরপত্রের রচনামূলক অংশ কোন পরীক্ষকের কাছে রয়েছে তা পরীক্ষার্থী বা পরীক্ষক নিজেও জানতে পারবেন না। লিখো কোড ব্যবহারের ফলে পরীক্ষার্থীরা খাতায় কোন সংখ্যা লিখবে না। টেবুলেশনের সময় এই লিখো কোডের সাহায্য নিয়েই প্রকৃত সংখ্যা বের করা হবে। এতে করে পরীক্ষার খাতা দেখা নিয়ে দুর্নীতি রোধ করা সম্ভব হবে।

পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন ও ফল প্রকাশে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ইরশাদুল হক বলেন, এতে দ্রুত ও নির্ভুল ফল প্রকাশ সম্ভব হবে। পরীক্ষায় অনিয়ম, দুর্নীতির সুযোগ হ্রাস পাবে। এছাড়া ব্যয় হ্রাস করাও সম্ভব হবে।

তিনি জানান, প্রায় ৭ লাখ পরীক্ষার্থী এবারের এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। তারা আশা প্রকাশ করছেন, কম্পিউটার ব্যবহারের ফলে মাত্র ২ মাসে এবার পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা সম্ভব হবে।

শিক্ষা সচিব জানান, এ বছর সম্ভব না হলেও অদূর ভবিষ্যতে প্রতিটি পরীক্ষার্থীর কাছে সরাসরি ফল পাঠানো এবং ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সার্টিফিকেট পাঠানোর কথাও তারা সক্রিয়ভাবে ভাবছেন।

শিক্ষা সচিব জানান, পরীক্ষার্থীরা যাতে যথেষ্ট সময় নিয়ে উত্তরপত্রের টপ শীট পূরণ করতে পারে সেজন্য এবার ১০ মিনিট আগে খাতা দেয়া হবে।

তিনি জানান, কম্পিউটার পদ্ধতি চালুর পরও ফলাফল ব্যাপারে কোন পরীক্ষার্থীর কোন ধরনের সন্দেহের ব্যাপারে পূর্বের ন্যায় খাতা পুনঃপরীক্ষণেরও ব্যবস্থা

জনাব ইরশাদুল হক জানান, এবার প্রতি ১৬ থেকে ২০ জন পরীক্ষার্থীর জন্য একজন করে ইনভেজিলেটর থাকবেন। পরীক্ষার্থী তার রোল নম্বরের জন্য কোড ঘর ঠিকমত পূরণ করেছে কিনা তা পরিদর্শক যথাযথভাবে যাতে পরীক্ষা করে খাতায় সই করেন সেজন্য তুলনামূলকভাবে স্বল্পসংখ্যক পরীক্ষার্থীর জন্য একজন করে পরিদর্শকের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তিনি বলেন, এবার ৪টি বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফল একযোগে প্রকাশ করা হবে। কেন্দ্রীয়ভাবে কম্পিউটার পদ্ধতির ব্যবহারের জন্য এটা করা হবে। অদূর ভবিষ্যতে প্রতিটি বোর্ডের জন্য আলদা আলাদা কম্পিউটারের ব্যবস্থা করা হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।